বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২৩-২০২৪

ফুলবাড়িয়া উপজেলা

ময়মনসিংহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২৩-২০২৪

প্রকাশকাল

মে, ২০২৩

ফুলবাড়িয়া উপজেলা পরিষদ

ময়মনসিংহ

উপদেষ্টা

জনাব আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন এডভোকেট
মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫১ ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়িয়া) ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়িয়া

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল মালেক সরকার
চেয়ারম্যান, ফুলবাড়িয়া উপজেলা, ময়মনসিংহ
জনাব মোহাম্মদ শরাফ উদ্দিন
ভাইস চেয়ারম্যান, ফুলবাড়িয়া উপজেলা, ময়মনসিংহ
জনাব পারভিন সুলতানা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ফুলবাড়িয়া উপজেলা, ময়মনসিংহ

সম্পাদনায়

জনাব মোহাম্মদ নাহিদুল করিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়িয়া উপজেলা, ময়মনসিংহ

প্রকাশনা কমিটি

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া
জনাব জেসমিন নাহার
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া
জনাব মো: মাহবুব মোর্শেদ
উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ীয়া
জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকী
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া

কারিগরি সহোযোগীতায়

মোঃ রকীব হোসেন
জেলা সমন্বয়ক, ইউআইসিডিপি, ময়মনসিংহ

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়িয়া উপজেলা, ময়মনসিংহ

প্রকাশকাল

মে, ২০২৩

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৬
	বাণী	৭
১.	প্রথম অধ্যায় (উপজেলার পরিচিতি)	
	১.১ উপজেলার পটভুমি	১৪
	১.২ উপজেলার মানচিত্র	১৬
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
	২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২৪
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিষ্থিতি বিশ্লেষন)	
	৩.১ পরিষ্থিতি বিশ্লেষন	৪০
৪.	চতুর্থ অধ্যায় (SWOT এনালাইসিস)	
	৪.১ SWOT এনালাইসিস	৪৬
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ণ)	
	৪.১ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম	৪৬
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ণ)	
	৪.১ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সপ্তম	৪৬
৭.	সপ্তম অধ্যায় (২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন)	
	৬.১ বাজেট সার-সংক্ষেপ	৫৬
৮.	অষ্টম অধ্যায় (রুপকল্প ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট)	
	৩.২ রুপকল্প বিবরণী	৪৪
	৩.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট	৪৪
৯.	নবম অধ্যায় (প্রকল্প তালিকা ও সার-সংক্ষেপ)	
	৭.১ প্রকল্প তালিকা	৫৮
	৭.২ প্রকল্প সার-সংক্ষেপ	৬৩
১০.	দশম অধ্যায় (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
	৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য	৮৯
	৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড	৯০
	৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট	৯০
	৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো	৯৩

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরি করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছিল না। আর এ কারণেই বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় সরকার প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে UICDP নামক একটি প্রকল্প হাতে নেয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯টি জেলার ৬৫টি উপজেলা এর আওতাভুক্ত হয়। আর ফুলবাড়িয়া উপজেলা সেই ৬৫টি সৌভাগ্যবান উপজেলাদের একটি। এ প্রকল্পের সহায়তায় ফুলবাড়িয়া উপজেলা ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয়। উপজেলা পরিষদ ফুলবাড়িয়া উপজেলার আওতাভুক্ত পৌরসভা, ইউনিয়ন সমূহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করবে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে ফুলবাড়িয়া উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফুলবাড়িয়া উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের বাণী

আলহাজ্ব মোসলেম উদ্দিন এডভোকেট
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য
১৫১, ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়িয়া)
ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়িয়া

মাননীয় সংসদ সদস্যের বাণী

ফুলবাড়িয়া ময়মনসিংহ জেলার একটি অন্যতম উপজেলা। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন করছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি। একটি এলাকার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। ফুলবাড়িয়া উপজেলা পরিষদের এ উদ্যোগ তার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সব সময়ই স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সরকারের একটি লক্ষ্য। এ ভিশনকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে, তেমনি একটি প্রকল্প UICDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UICDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমজোরদার করা। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদিহিতার চর্চা বৃদ্ধি পাবে। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা-২০২৩-২৪" বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমি এ চমৎকার উদ্দ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আশা করবো ফুলবাড়ীয়া উপজেলা এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।

আলহাজ্ব মোসলেম উদ্দিন এডভোকেট

আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল মালেক সরকার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

ফুলবাড়িয়া উপজেলা ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । তবে আশার কথা ফুলবাড়িয়া উপজেলা বাংলাদেশ সরকার ও UICDP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় এটা দ্বিতীয় ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের জন্য একটি ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ উপজেলাকে এ পাইলট প্রকল্পে রাখার জন্য। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল মালেক সরকার

জনাব মোহাম্মদ নাহিদুল করিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

ফুলবাড়িয়া উপজেলা ময়মনসিংহ জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা-২০২৩-২৪” করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা

প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহণমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপরনয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। উলবাড়িয়অ উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই টেকনিক্যাল গ্রুপ এর সদস্যবৃন্দসহ তাদের যারা এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

মোহাম্মদ নাহিদুল করিম

মোহাম্মদ শরাফ উদ্দিন
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের বাণী

দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৫টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য UICDP প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলা এ ৬৫টি উপজেলার একটি। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে আমি আনন্দিত ও খুশি হয়েছি ফুলবাড়ীয়া উপজেলা সফলভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে পেরেছে। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আমি এ কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ শরাফ উদ্দিন

জনাব পারভিন সুলতানা
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের (মহিলা) বাণী

ফুলবাড়িয়া উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মুক্তাগাছা উপজেলা পরিষদের 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে, তেমনই একটি প্রকল্প UICDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UICDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং সরকারি নীতি প্রতিফলনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও হস্তান্তরিত ১৭টি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে। দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলার সাফল্য কামনা করি।

পারভিন সুলতানা

প্রথম অধ্যায়

উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

দক্ষিণ পশ্চিম ময়মনসিংহের এক অগ্রসর জনপদের নাম ফুলবাড়ীয়া। ফুলবাড়ীয়া উপজেলার আয়তন ৪০১.১৬ বর্গ কি: মি:। ফুলবাড়ীয়া উপজেলার উত্তরে মুক্তাগাছা উপজেলা, দক্ষিণে শিল্প সমৃদ্ধ ভালুকা উপজেলা, পূর্বে শিল্প সমৃদ্ধ ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে ঘাটাইল ও মধুপুর উপজেলা অবস্থিত। ফুলবাড়ীয়া উপজেলাতে খেরু, বানার, আখালিয়া, দেওনাই নদী রয়েছে। ফুলবাড়ীয়া উপজেলা মোট ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। অত্র উপজেলাতে সকল ধর্মের মানুষজন সুন্দর ও সাম্যের সহিত একত্রে বসবাস করে। প্রাচীনকালে ফুলবাড়ীয়ায় ফুলখড়ি নামের এক ধরনের গাছ জন্মাত। ধারনা করা হয় যে, ফুলখড়ি নাম থেকেই আজকের ফুলবাড়ীয়া নামের উৎপত্তি হয়। ১৮৬৮ সালে প্রশাসনিকভাবে ফুলবাড়ীয়া থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই কৃষিতে সমৃদ্ধ ছিলো ফুলবাড়ীয়া। ফুলবাড়ীয়া উৎপাদিত লাল চিনি ও হলুদ সারাদেশে সুখ্যাত। প্রথাগত চাষাবাদ ব্যবস্থাকে পেছনে ফেলে ফুলবাড়ীয়ায় সম্প্রতি বহুমুখী কৃষির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া, ফুলবাড়ীয়ার লেবুর চাহিদা দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিগত অর্থ বছরগুলোতে ফুলবাড়ীয়াতে উৎপাদিত ফসলের বাজারমূল্য ছিলো প্রায় ১১০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে মৎস্য চাষ ও পশু পালনে ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা দিচ্ছে। ফুলবাড়ীয়ায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বৃহৎ বাজার সৃষ্টি করা গেলে জাতীয় কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও ফুলবাড়ীয়া উপজেলা আশির্বাদপুষ্ট। এ জনপদের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে লাল মাটির উচ্চভূমি, পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে একাধিক প্রাকৃতিক বিল-জলাশয়। এ উপজেলার সংরক্ষিত বন, রাবার বাগান ও বড়বিলার সৌন্দর্য বার বার ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে আকর্ষণ করেছে। চিরসবুজ এ জনপদে আদিকাল থেকে ছিলো নির্মাণ কুশলী মানুষের বসবাস। এ উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে আছে প্রাচীন মসজিদ এবং ধর্মীয় স্থাপনা। মহান মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ীয়ার গৌরবগাঁথার জানান দেয় রাঙ্গামাটিয়া এবং ভালুকজানে শহীদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ। সঠিক প্রচারণা ও সহায়তা পেলে ফুলবাড়ীয়া হয়ে উঠতে পারে পর্যটনের নতুন আকর্ষণ।

ভৌগোলিক এবং যোগযোগ অবকাঠামোগত কারণে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা ভবিষ্যতে হয়ে উঠতে পারে কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আঞ্চলিক কেন্দ্র। এছাড়া দক্ষিণে ও পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান কৃষিভিত্তিক শিল্পাঞ্চল এ জনপদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারে।

১.২ উপজেলার মানচিত্র

ফুলবাড়ীয়া উপজেলার উত্তরে মুক্তাগাছা উপজেলা, দক্ষিণে ভালুকা উপজেলা, পূর্বে ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে ঘাটাইল ও মধুপুর উপজেলা অবস্থিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর	
উপজেলা প্রতিষ্ঠা	**১ আগষ্ট, ১৯৮৩ খ্রিঃ**		
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	**২২.৪০ কিমি**		
আয়তন	৪০১.১৬ বর্গ কি.মি.	আদম শুমারি ২০১১	
জনসংখ্যা	নারী- ২২৫৫২৭ জন পুরুষ- ২০২৩৮৬ জন মোট- ৪২৭৯৩ জন	ঐ	
খানা/ পরিবার	**৪৪০০৭ টি**		
প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার সংখ্যা	নারী-৫৫৮৪ পুরুষ-৬১৮৩ তৃতীয় লিঙ্গ-২৭	সমাজ সেবা অফিস	
ভোটার সংখ্যা	১১৩৩৪৮ জন	নির্বাচন অফিস	
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৭০০ প্রতি বর্গ কি.মি.		
পৌরসভার সংখ্যা	- ১ টি		
ওয়ার্ড	-		
ইউনিয়নের সংখ্যা	১৩ টি		
মহল্লা	-		
মৌজা	**৯৬ টি**		
গ্রামের সংখ্যা	১৬২ টি		
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো			
হাট-বাজার	৩৩		
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)	৪০		
হাসপাতাল	২	সরকারি	
স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র/ কমিউনিটি ক্লিনিক	৫২		
ব্যাংকের শাখা	১৫		
ডাকঘর	২		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৩		
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৩৭		
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	৩		
মসজিদ	৪৩২	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	
মন্দির	২৫		
গীর্জা/চার্চ	১৩		
কবরস্থান	১০ টি সামাজিক কবরস্থান		
নৌকার ঘাট	-		
পোষ্ট অফিস	১		
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০২	উপজেলা শিক্ষা অফিস	
গণ শৌচাগার	-		
পাঠাগার	৩		
পার্ক/উন্মুক্তস্থান	বেসরকারি পার্ক		
পুকুরের সংখ্যা	১০		
নদীর সংখ্যা	০৩	ভূমি অফিস	
এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সূচক সমূহ এবং টার্গেট সমূহ	জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)	উপজেলার	২০৩০ সালের

		সর্বশেষ তথ্য (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি-১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)	২৬%	৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)	< ১১%	< ৫%
৩.১.১ মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)	১৩৫	৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারী হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (APSC, ২০১৫)	৯২%	১০০%
৫.৫.১স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)	১০%	৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (MICS, ২০১৯)	৮৮%	১০০%
৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)	১০০%	১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)	১৫%	৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়াকের্রআওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	২এ- ৯৯% ৩এ- ৭১%	৩ জি ৬০% ২ জি ৪০%	২এ, ৩এ- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার	১০.৫%	২৯%	শিক্ষা অফিস
স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারীর পরিবার (%)	৮১.৫%	৯১%	বিবিএস ২০১৯

ইউনিয়ন সমূহ

১নং নাওগাও ইউনিয়ন

২নং পুটিজানা ইউনিয়ন

৩নং কুশমাইল ইউনিয়ন

৪নং বালিয়ান ইউনিয়ন

৫নং দেওখোলা ইউনিয়ন

৬নং ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন

৭নং বাক্তা ইউনিয়ন

৮নং রাংগামাটিয়া ইউনিয়ন

৯নং এনায়েতপুর ইউনিয়ন

১০নং কালাদহ ইউনিয়ন

১১নং রাধাকানাই ইউনিয়ন

১২নং আছিম পাটুলী ইউনিয়ন

১৩নং ভবানীপুর ইউনিয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

পরিস্থিতি বিশ্লেষন

৩.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমাণ, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবালি শেষে ১ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা				সাম্প্রতিক, চলমান এবং / অথবা পরিকল্পিত কার্যাবলি	১ বছর পরে বিদ্যমান সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
কৃষি	অযাচিত ভাবে কৃষি জমি নষ্ট ও বোরো মৌসুমে সেচের অভাব	১৩ টি ইউনিয়ন	৮০৪০০ হাজার কৃষকের মধ্যে ২৫ % কৃষক।	১। অবৈধ ভাবে ইটভাটা তৈরি ও ইট ভাটার জন্য জমির উপরিভাগের মাটি সরিয়ে ফেলা। ২। অপরিকল্পিত গৃহায়ন। ৩। বোরো মৌসুমে সময়মত সেচ যন্ত্র চালু না করা এবং ধানের ফ্লাওয়ারিং ও মিল্কিং স্টেজ এর সময় সেচ যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া। ৪। পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব। ৫। কাঁচা সেচ নালা।	১। মোটিভেশানের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি জমির মাটি বিক্রয় না করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২। পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।	১। ২০% কৃষক	১। উপজেলার সেচ যন্ত্র গুলোর সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং যেখানে সেচ ব্যবস্থা নেই সেখানে সেচ যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করা। ২। খাল ড্রেজিং এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে। ৩। আধুনিক সেচনালা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ৪। বারিড পাইপ/ভূগর্ভস্থ সেচনালার জন্য কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরকে চিঠির মাধ্যমে চাহিদা প্রেরণ। ৫। অবৈধ ইট ভাটা উচ্ছেদ ও কৃষি অফিসের প্রত্যয়ন ছাড়া নতুন ইট ভাটা স্থাপন না হওয়ার জন্য উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহন করা। ৬। উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়ন ছাড়া যাতে অপরিকল্পিত গৃহায়ন না হতে পারে সে বেপারে নীতিমালা তৈরি করা।

কৃষি	উৎপাদন খরচ বেশি ও সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	১৩ টি ইউনিয়ন	৮০৪০০ হাজার কৃষকের মধ্যে ৪০% কৃষক।	১। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি (পাওয়ার স্প্রে মেশিন, রিপার, কম্পাইন হারভেস্টার মেশিন, শ্যালো ইঞ্জিন, ফিতা পাইপ) এর অপ্রতুলতা। ২। আধুনিক বাজারের অভাব। ৩। কৃষকদের শস্য বিন্যাস অনুসরন না করে ফসল চাষ করা। ৪। কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সক্ষমতা না থাকা।	১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজ চলমান আছে। চলতি বছরে (২০২১-২০২২) মধ্যে ৪০% (আধুনিক যন্ত্রপাতির উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) থেকে ৩০% কমিয়ে আনা। ২। উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে শস্যবিন্যাস অনুসরন করিয়ে কৃষদের ফসল চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে করে আমন ও বোরোর মাঝে সরিষা আবাদের প্রবণতা বাড়ছে। ফলে বাড়তি আয় হচ্ছে। ৩। বিদেশে লেবু রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।	১। ৩০% কৃষক	১। উপজেলা পরিষদ ৫ % কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি (ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলার, স্প্রে মেশিন, রিপার মেশিন, শ্যালো ইঞ্জিন, ফিতা পাইপ) ও উন্নত কৃষি উপকরণ (বীজ/চারা ও সার) ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ২। আধুনিক বাজার গড়ে তুলতে হবে যেখান থেকে কৃষকের পণ্য সরাসরি শহর বা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। ৩। কৃষি পন্য বিপননের জন্য অনলাইন বাজার গড়ে তোলা ও ট্রান্সপোর্টেশান সুবিধার ব্যবস্থা করা। ৪। বিদেশে লেবু রপ্তানির জন্য এক্সপোর্টাদের নিকট পণ্য পৌছে দেওয়ার জন্য পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা (মিনি ট্রাক) করা।

প্রাথমিক শিক্ষা	১। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে কক্ষ সংখ্যার স্বল্পতা। ২। বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক যাতায়াত উপযোগী নয়। ৩। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি। ৪। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম সংকট। ৫। উপজেলা শিক্ষা অফিসে কম্পিউটার সংকট। ৬। নিরাপদ পানির সংকট। ৭। আসবাবপত্র সংকট।	১৩ টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভা	১। ৪৮টি বিদ্যালয়। ২। ১৩টি বিদ্যালয়। ৩। ২০১টি বিদ্যালয়ে ৪৮৯৬৬ জন শিক্ষার্থী। ৪। ২০০টি বিদ্যালয়। ৫। ৩টি কম্পিউটার। ৬। ১১টি বিদ্যালয়। ৭। ৩১টি বিদ্যালয়।	১। বরাদ্দের স্বল্পতা। ২। অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যসম্মত জুতা পরিধান করেনা। ৩। সকল বিদ্যালয়ে পানীয়জল বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নেই।	১। পিইডিপি - ৪ এর আওতায় ক্ষুদ্র মেরামত ৪০টি, রুটিন মেইনটেনেন্স ১১৫টি, ওয়াশব্লক রুটিন মেইনটেনেন্স ৭৩টি বিদ্যালয়ে কার্যক্রম চলমান। ২। পিইডিপি - ৪ এর আওতায় ৮টি বিদ্যালয়ে Need based Playing accessories স্থাপন। ৩। ২০১টি বিদ্যালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লীপ) কার্যক্রম চলমান।	১। ৩৫টি বিদ্যালয়ের কক্ষ স্বল্পতা থেকে যাবে। ২। ১৩টি সংযোগ সড়ক থেকে যাবে। ৩। ২০১টি বিদ্যালয়ের পানীয়জল বিশুদ্ধকরণের সংকট এবং প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যসম্মত জুতা পরিধান না করার কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে যাবে। ৪। ৩টি কম্পিউটার সংকট থেকে যাবে। ৫। ৬টি বিদ্যালয়ে নলকূপ সংকট থেকে যাবে। ৬। ২১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেঞ্চ সংকট থেকে যাবে।	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১। ৩৫টি বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে মন্ত্রণালয় এবং জাইকার ইউজিডিপি প্রকল্প। ২। ১৩টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ/সংস্কার। ৩। ৫০টি বিদ্যালয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন। ৪। কমপক্ষে ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জুতার ব্যবস্থাকরণ। ৫। ৬টি বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন। ৬। জাইকার ইউজিডিপি প্রকল্প থেকে অন্তত ১১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেঞ্চ সরবারহকরণ।
মহিলা বিষয়ক অফিস	উপজেলা হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের সুবিধার অভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত হচ্ছে।	উপজেলা পরিষদ ভবন	আনুমানিক প্রতি বছর ২০০জন নারী।	১।প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষন নিতে পারেন না। ৩।উপজেলা মহিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় কতৃক পরিচালিত “মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক আইজিএ প্রশিক্ষন প্রকল্প” এর মাধ্যমে প্রতি বছর	২০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১।প্রশিক্ষনার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিসয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রশিক্ষন ভবনটি বর্ধিত করন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরন জরুরী। ২।মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটি সংস্কার করা যেতে পারে।

				সমস্যার কারনে প্রশিক্ষন প্রদান করা কষ্টকর হচ্ছে। ৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশিক্ষন ভবনটি বর্ধিত করা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরন জরুরী।	২০০জন মহিলাদেরকে ফ্যাশন ডিজাইন ও বিউটিফিকেশন ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে।		
মহিলা বিষয়ক অফিস	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস কক্ষের অবস্থা খুবই খারাপ। দরজা, জানালা ভাঙ্গা। অফিস সংস্কার অতি জরুরী ও ল্যাপটপ প্রয়োজন।	উপজেলা পরিষদ ভবন	দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে।	১। যথাযথ ফার্নিচারের অভাব। ২।কম্পিউটারের সমস্যা। ৩।অফিস কক্ষের দরজা, জানালা ভাঙ্গা।	বর্তমানে অত্র অফিসে অতি কষ্টে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	-	১।অফিস কক্ষ মেরামত করা যেতে পারে। ২।কম্পিউটার প্রদান করা যেতে পারে। ৩।ফার্নিচার সরবারহ করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক অফিস	নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহের উপর কার্যক্রম।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন ভবন	নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহের উপর কর্মশালা জরুরী।	১।নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ দূরীকরন ও সচেতন করন।	নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহের উপর ইউনিয়ন ও উপজেলা ।পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনগন যেমন কাজী, জনপ্রতিনিধি, অভিবাবক নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা।	-	নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহের উপর ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনগন যেমন, কাজী, জনপ্রতিনিধি, অভিবাবক ও সেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	কৃষক/খামারিদের উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি	প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল	০১ টি	সেড নির্মানে সঠিক পরিকল্পনা ও বরাদ্দের অভাব।	----	-------	প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ১টি এ্যানিমেল সেড নির্মান করা যেতে পারে।

	হাসপাতালে অসুস্থ প্রাণি নিয়ে অবস্থানের জন্য এ্যানিমেল সেড না থাকা।						
প্রাণিসম্পদ	মৃত হাঁস মুরগি পোস্ট মর্টেম করার পর তা সঠিক ভাবে Disposed করতে না পারা।	প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল	------	প্রাণিসম্পদ carcas pit না থাকা	-----	------	প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে carcas pit স্থাপন করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির টিকার অপর্যাপ্ততা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	----	চাহিদার তুলনায় টিকার কম প্রাপ্যতা	-----	------	সকল ইউনিয়নে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির টিকা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	পশু খাদ্য ও হাঁস মুরগির খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৭০১৫২ জন কৃষক/খামারি র	১। পশু খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় গবাদি পশু, হাঁস মুরগি পালনে খামারিরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ২। কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য খামারিরা আধুনিক পদ্ধতিতে পশু খাদ্য তৈরি/গবাদিপশু, হাঁস মুরগির খামার করে অধিক হারে উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না।	ময়মনসিংহ বিভাগে ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় রাজস্ব/প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।	৭০,১৫২ জন খামারির মধ্যে ১০০০ জন বাদে বাকি ৬৯১৫২ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	১। পশু খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। ২। ২০০০ জন খামারির স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ৩০০০ জন আগ্রহি/উদ্যোক্তা (বানিজ্যিক/খামারি) দের মধ্যে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরন (পিলেট মেশিন, দুধ দোহনের মেশিন, ঘাস কাটার মেশিন, ঘরের উপকরন ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর	১। অফিস রুম সংকট	১৩ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	ফার্নিচার্স ১৫ জন স্টাফদের জন্য মাত্র ১ টি অফিস রুম যা খুবই কষ্টকর।	অবকাঠামোগত দিক	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহুর্তে চলমান নেই।	--------	উপজেলা পরিষদের রুম গুলো পুর্নবিন্যাসের মাধ্যমে এ সম্যসা কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১। সেবা গ্রহিতাদের বসার রুমর এবং শৌচাগার না থাকায় সেবা গ্রহিতারা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।		------	পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকা।	ঐ	-----------------	উপজেলা পরিষদ এর সুবিধাজনক জায়গায় সেবা গ্রহিতাদের জন্য একটি বিশ্রাম কক্ষ এবং সাথে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যান্য ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে স্কুল, কলেজ, গ্রামীণ বাজারের যাতায়েত ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি করতে হবে। অন্যথায় অত্র উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হবে।	সমগ্র উপজেলা	৪০০ কি.মি গ্রামীণ মাটির রাস্তা, ৬ কি.মি এইচবিবি করণ এবং ১৫ টি ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত, পুনঃনির্মাণ ও নির্মাণকরণ এবং ২০ কি:মি: রাস্তা	অত্র উপজেলায় যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের পরিমান অনেক কম থাকায় সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৩০ কি.মি গ্রামীণ মাটির রাস্তা মেরামত, ৩.৫ কি.মি এইচবিবি প্রকল্পের কাজ চলমান এবং ৮ টি ব্রীজ/কালভার্ট প্রকল্পের কাজ প্রক্রিয়াধীণ। LGED কতৃক বাস্তবায়িত ২৮ কি:মি: রাস্তা নির্মান,	অত্র উপজেলায় ২৭০ কি.মি গ্রামীণ মাটির রাস্তা, ২২.৫ কি.মি এইচবিবি করণ এবং ৪২ টি ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত, পুনঃনির্মাণ ও নির্মাণকরণ অবশিষ্ট থেকে যাবে। প্রায় ৩০০ কি:মি: রাস্তা কাচা থাকবে।	উপজেলা পরিষদের আওতায় আগামী এক বছরের মধ্যে ৫.০ কি.মি গ্রামীণ মাটির রাস্তা, ৪.০ কি.মি এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ হলো। আগামী বছরে প্রায় ৩০ কি:মি: রাস্তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

			কার্পেটিং করা।		১৪০ মিটার ব্রীজ নির্মান, ২৫ কি:মি: রাস্তা মেরামত।		
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং মানবিক সহায়তা কর্মসূচী	অত্র উপজেলায় দুস্থ, অসহায় ও দারিদ্রতার হারের কারনে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।	১৩টি ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ % দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে।	অত্র উপজেলায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দের পরিমান কম থাকায় দারিদ্রতার হার কমানো সম্ভব হচ্ছে না।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী আওতায় ৯০ টি স্কুল-প্রতিষ্ঠান /মসজিদ/মাদ্রাসা/ মন্দির এর উন্নয়ন, ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ১০৬২৬৬ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা প্রদান ২৫০ বান্ডিল ঢেউটিন ও নগদ অর্থ প্রদান এবং ৫,২৫,০০০/- টাকা জি আর ক্যাশ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবিক সহায়তা	অত্র উপজেলায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী আওতায় ৮০ টি স্কুলপ্রতিষ্ঠান/মসজিদ/মাদ্রাসা/মনিদর এর উন্নয়ন, ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ১৫০০০০ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম একটি দুর্যোগ বজ্রপাত নিয়ত্রনে বজ্র নিরোধক যন্ত্র, দন্ড ও ছাউনী স্থাপন অতিঃ জরুরী।	উপজেলা পরিষদের আওতায় আগামী এক বছরের মধ্যে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম একটি দুর্যোগ বজ্রপাত নিয়ত্রনে বজ্র নিরোধক যন্ত্র, দন্ড ও ছাউনী স্থাপনের (অতিঃ জরুরী) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ হলো।

					প্রদান করা হয়।		
স্যানিটেশন	পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব	সমগ্র উপজেলা	১০টি গুরুত্বপূর্ন বাজার /জনবহুল স্থান	স্যানিটেশন খাতে ডিপার্টমেন্টের বরাদ্ধ অপ্রতুলতা	নাই	৩০% অবশিষ্ট থাকবে	উপজেলার ১০ টি গুরুত্বপূর্ন বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মান ।
নিরাপদ পানি	পৌর এলাকায় নিরাপদ পানির অভাব	সমগ্র ফুলবাড়ীয়া পৌরসভা	২০টি হতদরিদ্র পরিবার	সাম্প্রতিক সময় পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে কোন টিউবওয়েল স্থাপন হচ্ছে না।	নাই	৪০% অবশিষ্ট থাকবে	ফুলবাড়ীয়া পৌরসভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন স্থানে নিরাপদ পানির উৎসের সাব-মার্সিবল স্থাপন।
মৎস্য	আড়তে ভালোমানের পাকা শেড না থাকায় মাছের গুনগতমান নষ্ট হচ্ছে এবং চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	ভালুকজান এবং দেওখোলা মাছের আড়ত	২ টি	মাছের আড়তে শেড নির্মানে সঠিক পরিকল্পনা ও বরাদ্দের অভাব।	----	-------	দেওখোলা ও ভালুকজান মাছের আড়তে ২টি কওে শেড নির্মান করা যেতে পারে।
মৎস্য	দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	------	১। প্রাকৃতিক জলাশয় এ মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে এবং অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ	-----	------	১। ভাওয়াল বিল এবং বরবিলা বিলে অভয়াশ্রম স্থাপন করা যেতে পারে।
মৎস্য	প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	----	১। প্রাকৃতিক রিসোর্স ব্যবস্থাপনার অভাব। ২। সমাজভিত্তিক চাষে প্রাকৃতিক জলাশয় ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ না থাকা।	------	-----	১। ভাওয়াল বিল, কালমিনা বিল এবং বরিল বিলে বিল নার্সারি স্থাপন করা যেতে পারে। ২। সমাজভিত্তিক মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। ৩। বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

							প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
মৎস্য	মৎস্য খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১৪,৬০০ মৎস্য চাষী	১। মৎস্য খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে মাছের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছ চাষে চাষীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ২। কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য মৎস্য চাষীরা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের খাদ্য তৈরি/মাছ চাষ করে অধিকহারে উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না।	ময়মনসিংহ বিভাগে ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় রাজস্ব/প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮০ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।	১৪,৬০০ জন মৎস্য চাষীর মধ্যে ১৮০ জন বাদে বাকী ১৪৪২০ জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।	১। মৎস্য খাদ্য বৃদ্ধিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। ২। ৬০০ জন মৎস্য চাসীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১৪০০ জন আগ্রহী/উদ্যোক্তা মৎস্য চাষী (বানিজ্যিক/খামারী) দের মধ্যে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরন (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রাদান করা যেতে পারে।
মৎস্য	টয়লেট এবং অফিস জরাজীর্ণ	মৎস্য অফিস		অধিদপ্তরীয় বরাদ্দ না থাকা।	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ	-------	ADP অর্থায়নে সংস্কার করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।	আনুমানিক ৫০০০ সেবা প্রত্যাশি	১। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২। জনবলের তুলনায় পর্যাপ্ত স্থান সংকট। ৩। প্রশিক্ষণ পরিচালনার স্থানের অপ্রতুলতা। ৪। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় না।	১। বছরে কেবল ৪২০ জনকে প্রশিক্ষনের আওতায় আনা যায়। ২। অন্য কার্যক্রম নাই।	১। ৪৫৮০ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থেকে যাবে। ২। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ৩। জনবলের তুলনায় পর্যাপ্ত স্থান সংকট। ৪। প্রশিক্ষণ পরিচালনার স্থানের অপ্রতুলতা। ৫। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় না।	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে। ২। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা পরিষদ হতে সেলাই প্রশিক্ষণ ও ব্লক বাটিক এ ৩০ জন করে মোট ৬০ জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	১। উপজেলা পল্লী	ফুলবাড়ীয়া	মোট সদস্য	১। জনগনের জীবনমান	ঋণ ও পল্লী উন্নয়ন	১। জনবল সমস্যা হবে।	১। দক্ষতা ভিত্তিক মূলক

	উন্নয়ন অফিসের বিভিন্ন খাত ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষনের প্রয়োজন। ২। জনবল সমস্যা। ৩। সদস্যদের ঋণ পরিশোধে আনিহা। ৪। ল্যাপটপ/ মাল্টিমিডিয়ার অভাব।	উপজেলার পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	সংখ্যা ১৫০০ জন	উন্নয়ন। ২। দক্ষতা উন্নয়ন। ৩। ঋণের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। ৪। দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে খাত ভিত্তিক ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা।	কার্যক্রম পরিচালনা।	২। ঋণ খেলাপীর পরিমান কমে যাবে। ৩। ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। ২। খাত ভিত্তিক ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা। ৩। জনবলের সংকট সমাধান করা। ৪। ল্যাপটপ/মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা করা।
মাধ্যমিক শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১৩ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	১৩৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১। ২৮টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে শিক্ষা উপকরন এবং বেঞ্চ ও টেবিল সহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের স্বল্পতা। ২। ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের দুর্বল অবকাঠামো। ৩। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৪। ১৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নাই। ৫। ২০টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব। ৬। শিক্ষকদের আইসিটির উপর	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর চলতি বছরে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং শিক্ষা আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ চলমান আছে।	১। ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা উপকরন ও আসবাবপত্র এবং ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত সমস্যা। ২। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৩। ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সমস্যা। ৪। ৫০টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব। ৫। শিক্ষকদের আইসিটির উপর প্রশিক্ষনের অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২। শিক্ষকদের আইসিটির উপর প্রশিক্ষন প্রদান করবে। ৩। ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সরবরাহ করবে। ৪। ১০টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে। ৫। উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ৫টি রাস্তা মেরামত/সংস্কার করবে।

				প্রশিক্ষনের অভাব। ৭। ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিমুখী রাস্তা সংস্কার/মেরামত প্রয়োজন।			
ফুলবাড়ীয়া এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (এনজিও)	- পিতা মাতা ও অভিভাবকদের অসচেতনতা। - স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ বিষয়ক জ্ঞানের অভাব। - বাল্য বিবাহ। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। - ওয়াশ কমিটির কার্যকারিতার অভাব।	৬ টি ইউনিয়ন (ফুলবাড়ীয়া সদর, কুশমাইল, বাকতা, কালাদহ, নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া) ও ১ টি পৌরসভা	২১৩৫৭৫ জনগন (প্রতক্ষ-৪৪৯১৪ জন ও পরোক্ষ ভাবে-১৬৮৬৬১) এর মধ্যে ২৫%।	- শিক্ষার অভাব। - সামাজিক কুসংস্কার। - ধর্মীয় গোড়ামী। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। - দারিদ্রতা। - বাল্য বিবাহ। - জ্ঞানের অভাব।	- সচেতনতামূলক কার্যক্রম (সভা, উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষন, দিবস পালন ইত্যাদি)। - শিশুর নিয়মিত ওজন মাপা ও স্বাস্থ্য অবস্থান সম্পর্কে অভিভাবককে জানানো। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - ইউনিয়ন লেভেল ওয়াশ কমিটির সাথে মিটিং করা। - কমিউনিটি ক্লিনিক এর সাথে এডভোকেসি কাজ পরিচালনা করা।	২১৩৫৭৫ জনগন (প্রতক্ষ-৪৪৯১৪ জন ও পরোক্ষ ভাবে-১৬৮৬৬১) এর মধ্যে ১৫%।	- কমিউনিটি ক্লিনিক এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। - জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। - ইউনিয়ন লেভেলের ওয়াশ কমিটিগুলোকে আরো কার্যকরী করা। - বয়সন্ধিকাল ব্যবস্থাপনার উপর শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া ও বিদ্যালয় ভিত্তিক স্যানিটারী নেপকিন প্রদান করা ও সুষ্ঠু তদারকি করা। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা।
ফুলবাড়ীয়া এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন	- শিক্ষার অভাব। - উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অদক্ষ।	৬ টি ইউনিয়ন (ফুলবাড়ীয়া সদর, কুশমাইল,	৬০০ জনগন (প্রতক্ষ-	- শিক্ষার অভাব। - কর্মসংস্থানের অভাব। প্রশিক্ষনের অভাব।	- দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।	৬০০ জনগন (প্রতক্ষ-৬০০ জন ও পরোক্ষ ভাবে-৩০০০) এর মধ্যে ৫%।	- দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের আরো আয়োজন করা। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের

বাংলাদেশ (এনজিও)	- মুলধনের অভাব। - সমন্বিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অভাব। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা।	বাকতা, কালাদহ, নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া) ও ১ টি পৌরসভা	৬০০ জন ও পরোক্ষ ভাবে-৩০০০) এর মধ্যে ২৫%।	- দক্ষ শ্রমিকের অভাব। - সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব। - জনগন মহাজন ও আড়তদারদের কাছে জিম্মি। - যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। - বাজার ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।	- সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - বীজ, গবাদী পশু ও অন্যান্য কৃষি উপকরন বিতরন করা। - কৃষি, প্রাণী সম্পদ, যুব উন্নয়ন ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করা। - ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় সেবা সমূহের মান উন্নয়নে এডভোকেসি কাজ পরিচালনা করা।		সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - বীজ, গবাদী পশু ও অন্যান্য কৃষি উপকরন বিতরন করা। - কৃষকদের স্বল্প সুদে অর্থের ব্যবস্থা করা। - কৃষি, প্রাণী সম্পদ, যুব উন্নয়ন ও অন্যন্য সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করা। - পরিবেশ বান্ধব কৃষি কাজকে উৎসাহিত করা। - জিংক ধান চাষে জনগনকে উৎসাহিত করা। - ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় সেবা সমূহের মান উন্নত ও নিশ্চিত করা।
ফুলবাড়ীয়া এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (এনজিও)	- পিতা মাতা ও অভিভাবকদের অসচেতনতা। - জনগনের আগ্রহের অভাব।	৬ টি ইউনিয়ন (ফুলবাড়ীয়া সদর, কুশমাইল, বাকতা, কালাদহ,	৪৬৩২ জনগন (প্রতক্ষ-৪৬৩২ জন ও পরোক্ষ	- শিক্ষার অভাব। - সামাজিক কুসংস্কার। - ধর্মীয় গোড়ামী। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা।	- সচেতনতামূলক কার্যক্রম (সভা, উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষন, দিবস পালন ইত্যাদি)।	৪৬৩২ জনগন (প্রতক্ষ-৪৬৩২ জন ও পরোক্ষ ভাবে-২৩১৬০) এর মধ্যে ১৫%।	- পিতা মাতা, অভিভাবক ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। - জনগনকে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে আগ্রহী করা। - জনগনকে সাড়া দেওয়া ও

	- সাড়া দেওয়া ও প্রতিবেদন করাতে অনিহা। - শিশু নিরাপত্তা কমিটির কার্যকারিতার অভাব। - স্পন্সরশীপ কাজে জনগনের জ্ঞানের অভাব। - সামাজিক কুসংস্কার। - ধর্মীয় গোড়ামী। - জনগনের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব।	নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া) ও ১ টি পৌরসভা	ভাবে- ২৩১৬০) এর মধ্যে ২৫%।	- শিশু নিরাপত্তা কমিটির কাজের প্রতি অবহেলা।	- সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের চাইল্ড হেল্প ডেক্সএর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - এলাকার জনগন ও স্থানীয় সরকারের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করা। - গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে (৫৮) শিশু কল্যান্যের কাজ পরিচালনা করা। - স্পন্সরশীপ এর কাজ পরিচালনা করা। - শিশু ও যুবো ফোরামের মাধ্যমে শিশু আধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতমূলক কাজ করা।		প্রতিবেদন করাতে আগ্রহী করা। - শিশু নিরাপত্তা কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। - গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে (৫৮) শিশু কল্যান্যের কাজ পরিচালনা করা। - স্পন্সরশীপ এর কাজ পরিচালনা করা। - শিশু ও যুবো ফোরামের মাধ্যমে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতমূলক কাজ করা।
এনসিওর প্রোটেকশান এন্ড জাস্টিস গ্রু	- পিতা মাতা ও অভিভাবকদের	২ টি ইউনিয়ন (কুশমাইল	৪৫০০ জনগন	- শিক্ষার অভাব। - সামাজিক কুসংস্কার।	- সচেতনতামূলক কার্যক্রম (সভা,	৪৫০০ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ১৫%।	- পিতা মাতা, অভিভাবক ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ইন্টিগ্রেটেড এপ্রোচ (ইপজিয়া) ওয়ার্ল্ড কনর্সান বাংলাদেশ। (এনজিও)	অসচেতনতা। - জনগনের আগ্রহের অভাব। - সাড়া দেওয়া ও প্রতিবেদন করাতে অনিহা। - শিশু নিরাপত্তা কমিটির কার্যকারিতার অভাব।	ইউনিয়ন ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন)	(প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	- ধর্মীয় গোড়ামী। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। - শিশু নিরাপত্তা কমিটির কাজের প্রতি অবহেলা।	উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষন, দিবস পালন ইত্যাদি)। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের চাইল্ড হেল্প ডেক্সএর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - এলাকার জনগন ও স্থানীয় সরকারের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করা।		- জনগনকে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে আগ্রহী করা। - জনগনকে সাড়া দেওয়া ও প্রতিবেদন করাতে আগ্রহী করা। - শিশু নিরাপত্তা কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
এনসিওর প্রোটেকশান এন্ড জাস্টিস থ্রু ইন্টিগ্রেটেড এপ্রোচ (ইপজিয়া) ওয়ার্ল্ড কনর্সান বাংলাদেশ। (এনজিও)	- শিক্ষার অভাব। - উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অদক্ষ। - মুলধনের অভাব। - সমন্বিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অভাব। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা।	২ টি ইউনিয়ন (কুশমাইল ইউনিয়ন ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন)	১৫০০ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	- শিক্ষার অভাব। - কর্মসংস্থানের অভাব। - দক্ষ শ্রমিকের অভাব। - সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভা। - জনগন মহাজনদের কাছে জিম্মি।	- দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরন বিতরন করা।	১৫০০ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ১৫%।	- দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের আরো আয়োজন করা। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরন বিতরন করা। - কৃষকদের স্বল্প সুদে অর্থের ব্যবস্থা করা।
“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“	১.জনগন অসচেতন ২. সঠিক পরিকল্পনার	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি	১৫,৯৪৪ জনগন	১.সু-শিক্ষার অভাব ২.নেতৃত্বের অভাব	১.বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (মহিলা	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর	১.প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষা বৃদ্ধি করা

(সিপিআরপি, সিসিডিবি (এনজিও)	না করা ৩. কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দূর্বল মনিটরিং	ইউনিয়ন (বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, কুশমাইল ও বালিয়ানা)	(প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।		সমিতি ব্যবস্থাপনা, নতৃত্ব, হিসাব সংরক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, অধিকার ও অধিঃপরামর্শ) ২.সেবা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা	মধ্যে ৪৫%।	২. বিকল্প নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সচেতন করা ৩. অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগে সহযোগীতা করা ৪. কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা
“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি (এনজিও)	১. পিতা মাতা ও অভিভাবকের অসচেতন ২.পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ৩. প্রচলিত আইন সম্পর্কে ধারনা কম থাকা	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, কুশমাইল ও বালিয়ানা)	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	১.শিক্ষার অভাব ২. সুযোগ না দেওয়া ৩.কু-সংস্কার ৪. অসচেতন ৫.অবহেলা/ছোট করে দেখা ৬. চর্চার অভাব ৭. ঝুকি নিতে চায় না	১.কম্যুনিটি পর্যায়ে নারী ও পুরুষের অসমতা, নারী এবং মেয়ের প্রতি সহিংসতা রোধে নারী ও পুরুষের সাথে প্রশিক্ষণ ও দলীয় বৈঠক ২. নেটওয়ার্ক নেতা-নেত্রীদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আইনগত অধিকার এবং অধিঃপরামর্শ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মূল/পূন) ৩. সরকারি দপ্তরের সেবাদানকারী	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ৪৫%।	১. প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক, আলোচনা সভার ও প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও ন্যায্যতা প্রপ্তির লক্ষ্যে সচেতন করে তোলা

					ব্যক্তিবর্গের সাথে অধিকার প্রাপ্তির জন্য কর্মশালা ৪. অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্কিং কাজে সম্পৃক্ত সংস্থার সাথে বিনিময় সফর ৫.জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, বাল্য বিবাহ বা যে কোনো ইস্যু ভিত্তিক সমস্যা রোধে মানববন্ধন/র‍্যালি/ অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন/আলোচনা সভা		
“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি (এনজিও)	১. যোগ্য নেতার অভাব ২.ক্ষমতার অপব্যবহার ৩.প্রচলিত আইন সম্পর্কে ধারনা কম থাকা	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, কুশমাইল ও বালিয়ানা)	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	১.সু-শিক্ষার অভাব ২.অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা ৩. প্রতিবাদ না করা ৪. ধর্মীয় গোড়ামী ৫.ব্যাক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া	১.বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং প্রতিরোধ এবং সামাজিক শান্তি বিকাশে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ফোরামের নেতা-নেত্রীদের সাথে মতবিনিময়	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে) এর মধ্যে ৪৫%।	১. উঠান বৈঠক, আলোচনা সভার ও প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

					সভা ২.জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ৩.জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা (ব্রশিয়র, পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি)		
“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি (এনজিও)	১. সঠিক পরিকল্পনার অভাব ২.মূলধনের অভাব ৩. উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ৪.উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমূল থেকে বঞ্চিত হওয়া	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, কুশমাইল ও বালিয়ানা)	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	১. শিক্ষার অভাব ২. কর্মসংস্থানের অভাব ৩.উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ না পাওয়া ৪. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ৫.অংশগ্রহনমূলক বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকা	১.কৃষিভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড শক্তিশালীকরনে অনুদান দেওয়া ২. কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুবক-যুবতীদের জন্য প্রশিক্ষণ (কর্মস্থলে হাতে-কলমে শিক্ষা) ৩.জীবন-জীবিকা নির্বাহে সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪.সমিতির সদস্যদের মধ্য হতে উদ্যোক্তা তৈরি ৫.উৎপাদনকারী দলের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ৪৫%।	১. কৃষিভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড শক্তিশালীকরণে অনুদান দেওয়া ২.হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা তৈরী করা ৩.প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উৎপাদনকারী দলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ৪.স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ৫.মার্কেট সুবিধাভোগীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা ৬. বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ফলের বাগান করা চারা বিতরন করা

					৬.মার্কেট সুবিধাভোগীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা ৭.ফোরাম কর্তৃক ফোরাম ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ ৮.বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ফলের বাগান করা		
“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি (এনজিও)	১.জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ, অভিযোজিত/প্রশমন সম্পর্কে ধারনার অভাব ২. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, কুশমাইল ও বালিয়ানা)	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	১. শিক্ষার অভাব ২. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ না পাওয়া ৩.নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে ঝুকি নেওয়ার মতমানসিকতা কম ৪.সম্পদের স্বল্পতা ৫.চর্চার অভাব	১.জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, বিপদাপন্নতা নিরূপণ/যাচাই বিষয়ে প্রশিক্ষণ , কর্মশালা ও উঠান বৈঠক ২. অভিযোজিত/প্রশমন ব্যবস্থা হিসেবে নতুন প্রযুক্তি প্রচলন/উপস্থাপন ৩.ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার সম্পর্কে অবহিতকরণ, হাতে-কলমে তৈরি, প্রদর্শনী ও বিক্রয় ৪.জৈব চাষ/	১৫,৯৪৪ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ৪৫%।	১.জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ , কর্মশালা ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করা ২. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে উপকরন বিতরন সহ উৎসাহিত করা ৩. ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা

					শুকনো বীজতলা/জীবাণু সার/শস্য বিন্যাস/ সহিষ্ণু জাতের প্রদর্শনী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ৫.প্রচারণা/ক্যাম্পেইন (কার্বন নিঃসরণ, জলবায়ু সহনশীল সমাজ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি)		
“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি (এনজিও)	১.শিক্ষার অভাব ২.চিকিৎসা ব্যয়বহুল ৩.তথ্য প্রাপ্তিতে আনীহা ৪. অর্থের অভাব	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, কুশমাইল ও বালিয়ানা)	১৫ ,৯৪৪ জনগন (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ২৫%।	১.কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা কম ২. ডাক্তার বা নার্সের স্বল্পতা ৩.বিনা মূল্যে ঔষধ না পাওয়া ৪. স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে অনীহা ৬. দালাল দ্বারা প্রতারিত ৭.জ্ঞানের অভাব	১.সমিতির সদস্যদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ২.স্কুলগামী মেয়ে শিশুদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ৩.ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/সংক্রামক রোগ সম্পর্কে উঠান বৈঠক ৪.স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে সহায়তা করা	১৫ ,৯৪৪ জনগন (প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) এর মধ্যে ৪৫%।	১.সমিতির সদস্য এবং .স্কুলগামী মেয়ে শিশুদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ২.ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/ সংক্রামক রোগ সম্পর্কে উঠান বৈঠক ৩.শিশু ও মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবার হাতে কলমে তৈরির প্রদর্শনী ৪. .স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে সহায়তা করা

					৫.শিশু ও মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবার হাতে কলমে তৈরির প্রদর্শনী		
Improved Food Security through Improved Access to Information for Rural Vulnerable Households(IFS-ICT) Project. Caritas Bangladesh (এনজিও)	-খাদ্য সংকটকমিয়েআনা। -জনগনেরআগ্রহেরঅভাব। - সাড়া দেওয়া ও প্রতিবেদনকরাতেঅনিহা। - কৃষকদের উৎপাদিকপন্য বাজারজাতকরনেসমস্যা। -কৃষকতাদের উৎপাদিতপন্যেরন্যয্যমূল্য থেকে বঞ্চিত।	৩টিইউনিয়ন (নাওঁগাওইউনিয়ন, রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন ও এনায়েত পুরইউনিয়ন)	(প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে) ২৭০৬ জন।	- শিক্ষারঅভাব। - সামাজিককুসংস্কার। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। - খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে জনগনের ধারনা কম। -আধুনিকচাষাবাদ বিষয়ে জনগনের ধারনা কম।	- সচেতনতা মূলককার্যক্রম (দলীয় মাসিক সভা, পরিবার পরিদর্শন, প্রশিক্ষন, দিবস পালন ইত্যাদি)। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। - স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে যুক্ত করা। - এলাকারজনগন ও স্থানীয়সরকারের সাথে যুক্ত হয়েকাজকরা।	(প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে) ২৭০৬ জন।	- জনগনকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। - জনগনকে জৈব পদ্ধতে চাষকরতেআগ্রহীকরা। -অনাবাদীজায়গাচাষেরআওতায়আনা। -বসতবাড়ীতেবিভিন্ন ধরনেরফলজ গাছ রোপনে উদ্ভোধকরা। -দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষন। -কোনপদ্ধতিতেরান্নাকরলেখাদ্যের পুষ্টিমানঅটুট থাকে সে সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি করা। -বছরে একই জমিতেএকাধিকফসলচাষ
ভূমিসংরক্ষন ও উন্নয়নপ্রকল্প(এলআরিড) Caritas Bangladesh (এনজিও)	- শিক্ষারঅভাব। - মুলধনেরঅভাব। - অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। -সচেতনতারঅভাব।	রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন)	(প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে) ৪৫০	- শিক্ষারঅভাব। - কর্মসংস্থানেরঅভাব। -সুষ্ঠুবাজারব্যবস্থাপনারঅভা।	-পরিবারপরিদর্শনের মাধ্যমে উৎসহিতকরা। -খাত ওয়ারী ঋনের বাস্তবায়নে ফলোআপ।	(প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে) ৪৫০	-আদিবাসীদের ভূমিউদ্ধারেঋনপ্রদান। -আদিবাসীপ্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে অর্থের ব্যবস্থা করা।

চতুর্থ অধ্যায়

এসডব্লিউওটি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

এসডব্লিউওটি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় উপজেলা পরিষদের সম্ভাব্য সক্ষমতা, দূর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুকির দিকগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ **(SWOT Analysis)** করে। সম্ভাব্য সক্ষমতা, দূর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুকির দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের যেমন অনেক সক্ষমতা আছে যার মধ্যে দক্ষ জনবল ও চমৎকার টিমওয়ার্ক, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের চমৎকার সমন্বয় ও কার্যকর টিজিপি ও ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটি অন্যতম এবং কিছু দূর্বল দিক আছে যেমন ভৌত - অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প নেওয়ার প্রবণতা, নারী সদস্যদের মতামতের সীমাবদ্ধতা এবং অকার্যকর উপজেলার কমিটিসমূহ অন্যতম। এছাড়া বাহ্যিক পরিবেশগত কিছু সুযোগ ও ঝুকিও আছে যা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিবেচনায় নিয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট	সক্ষমতার দিক (Strength)	দূর্বল দিক (Weakness)
	পর্যাপ্ত সম্পদ, দক্ষ জনবল এবং চমৎকার টিমওয়ার্ক বিদ্যমান	উন্নয়ন পরিকল্পনায় মতামত প্রদানে সুযোগের সীমাবদ্ধতা
	জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের চমৎকার সমন্বয়	অন্য খাতের তুলনায় ভৌত - অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প নেওয়ার প্রবণতা বেশি
	হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের মধ্যে চমৎকার সমন্বয়	উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তে নারী সদস্যদের মতামতের সীমাবদ্ধতা
	জনপ্রতিনিধিদের উপজেলা পরিষদ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন উদাসীনতা
	জনপ্রতিনিধিদের উপজেলা পরিষদ আইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা	অকার্যকর উপজেলার কমিটিসমূহ
	উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা মেনে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহিত হয়।	উন্নয়ন বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সময়ক্ষেপন
	উন্নয়নবান্ধব সরকারি বিধি ও নীতিমালা বিদ্যমান	চাহিদার তুলনায় বাজেট স্বল্পতা
	কার্যকর টিজিপি ও ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটি	কিছু কিছু দপ্তরের ও জেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজের বিষয়ে উপজেলা পরিষদের সাথে সমন্বয়হীনতা
	রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকার আলোকে রাজস্ব ব্যয় করা হয়।	
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য	সুযোগের দিক (Opportunities)	প্রতিকুলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ এবং জনসচেতনতা অতীতের তুলনায় বেড়েছে	রাজনৈতিক দলের চাপ ও দুরদর্শীতার অভাব
	উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণে জটিলতা একই পরিবার/ব্যক্তি প্রয়োজনের একাধিক সুবিধা গ্রহণ
	উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজে বিভিন্ন এনজিওকে অন্তর্ভূক্তকরণ	প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগের সীমাবদ্ধতা
	সকল দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম এর গতিকে ত্বরান্বিত করা	বড় উপজেলা হওয়ার কারণে উন্নয়নে অসমতা
	ইউনিয়ন পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন	প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ

পঞ্চম অধ্যায়

উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ণ

বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এন এ টি পি-২)	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ ১। প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদনশীলতা ফসল ভেদে ১০-১৫ ভগি বৃদ্ধি। ২। সি আই জি দল গঠন ও ৬০% সি আই জি গ্রুপে মদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ১টি নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। ৩। জৈব কৃষির প্রচলন। ৪। উত্তম ও ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তন। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ প্রতি ইউনিয়নে ১০ টি করে মোট ১৩০ টি "সি আই জি" গ্রুপ গঠন, সম্প্রসারন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী স্থাপন, মাঠ দিবস, এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন, এগ্রিকালচার ইনোভেসান ফান্ড সরবরাহ।	উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন	অক্টোবর ২০১৫- সেপ্টেম্বর ২০২৪
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরন প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ ১। বীজ এস এম ই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। ২। মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে ইউনিয়নের বীজের চাহিদা পূরণ, উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ ৫ একরের বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাঠ দিবস আয়োজন,	উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন	এপ্রিল ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৪

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		উৎবুদ্ধকরন ভ্রমন, উপকরন সরবরাহ (বীজ, সার, বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ পাত্র, ময়েশ্চার মিটার, চালনি, মোড়কীকরন যন্ত্রপাতি)।		
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য: ১। কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিত করা। ২। ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩। গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ৪। সুষম মাত্রায় ডাল তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা। ৫। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা। ৬। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: বীজ এস এম ই গঠন, ১ একরের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন, প্রদর্শনী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ, বীজ প্রত্যয়নে সহায়তা, মাঠ দিবস আয়োজন, মৌ বাক্স স্থাপন করে মধু চাষের মাধ্যমে পরাগায়নে সহায়তা করা, উপকরন বিতরণ (ওজন মেশিন, সেলাই মেশিন, ময়েশ্চার মিটার, বীজ সংরক্ষন পাত্র, বীজ চালুনিম মৌ বক্স ও এক্সট্রাক্টর)	উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩
লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য: ১। লেবু জাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও প্রায় ১০-১৫% ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। ২। প্রদর্শনীভূক্ত কৃষকদেও বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের সহ অন্যান্য কৃষকদের আয় ১০% বৃদ্ধি করা ও ৮-১০% বেকারত্ব দূর করা। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ:	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন	এপ্রিল ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৪

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		১। লেবু জাতীয় ফসলের (মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী স্থাপন। ২। পুরাতন লেবু জাতীয় ফল বাগান পরিচর্যা। ৩। কৃষক প্রশিক্ষণ, উৎবুদ্ধকরন ভ্রমন, মাঠ দিবস।		
কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ ১। কন্দাল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন। ২। কন্দাল ফসলের আবাদ বাড়ানো ও বারি কতৃক উৎভাবিত প্রমাণিত জাতগুলো সম্প্রসারন করা। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস আয়োজন, উৎবুদ্ধকরন ভ্রমন, কৃষি মেলা আয়োজন, বীজ সংরক্ষণাগার তৈরি।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১৩ টি ইউনিয়ন	মার্চ ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩
সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ ১। সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানী তেল/বিদ্যুত সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। ২। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ৩। ভূ গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ উপরস্থ পানি ব্যবহারে উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও সেচ খরচ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও সেচ খরচ কমানো। ৪। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও সচেতন করে তোলা। ৫। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীন জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: সোলার সেচ প্রদর্শনী, বারিড পাইপ সেচ প্রদর্শনী, ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী, পাত কুয়া খনন, কৃষক মাঠ স্কুল, কৃষক প্রশিক্ষণ, মেকানিক প্রশিক্ষণ, উৎবুদ্ধকরন ভ্রমন, মাঠ দিবস ও লজিস্টিক সাপোর্ট।		
কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরন প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য: ১। কৃষকগণের নিকট কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌছে দেওয়া। ২। আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের সাথে কৃষকগণের খাপখাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ৩। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা। ৪। কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুকি সম্পর্কিত তথ্য কৃষকের নিকট পৌছে দেওয়া। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: এগ্রো মেটেরিওলোজিকেল ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা, একটি কমপ্রিহেনসিভ ওয়েবসাইট সেট করা, এগ্রো মেটেরিওলোজিকেল পরামর্শ প্রদান করা, প্রতি ইউনিয়নে রেইঙ্গেজ ও এগ্রো মেটেরিওলোজিকেল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, প্রতি উপজেলায় এগ্রো মেটেরিওলোজিকেল কিওস্ক স্থাপন।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৬- জুন ২০২৩
বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য: ১। স্থায়ী ও মৌসুমি পতিত জমি চাষের আওতায় এনে প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮% থেকে ২১০% বৃদ্ধি। ২। বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে উচ্চ মূল্যের ও স্বল্প পানি চাহিদার ফসল আবাদের মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ	উপজেলার পৌরসভাসহ ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		বৃদ্ধি। ৩। নার্স সিস্টেম থেকে উৎভাবিত প্রমানিত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ৮০% থেকে ৮২% উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। ৪। আয়বর্ধক কার্যক্রমে ৩০% থেকে নূন্যতম ৩২% মহিলাদের বিশেষ করে ক্ষুদ্য নৃ গোষ্ঠী মহিলাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: কৃষক গ্রুপ গঠন, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ, মটিভেশানাল ট্যুর, কৃষি মেলা, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ।		
সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য: ১। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার বাড়িয়ে ফসলের ১০-১৫ শতাংশ অপচয় রোধ করা। ২। চাষাবাদে ৫০% সময় ও ২০% অর্থও সাশ্রয় করা যাবে। ৩। সমন্বিত শবজি জাতীয় ফসল আবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির কর্মদক্ষতা ৫০% বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি যেমন কম্বাইন হার্ভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার থ্রেসার, ড্রায়ার, পাওয়ার উইডার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, পটেটো ডিগার, মেউজ শেলার ইত্যাদি বিতরন, ২৮ দিন ব্যাপী মেকানিক প্রশিক্ষণ, কৃষক বা উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, সংরক্ষণাগার তৈরি, বীজ সহায়তা প্রদান।	উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫
তৈল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য:	উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০২০-

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		তেলজাতীয় ফসলের সম্প্রসারন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণ, আমদানি ব্যয় হ্রাস। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: কৃষক গ্রুপ গঠন, ক্রপিং প্যাটার্ণ ভিত্তিক প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস আয়োজন, উপকরণ বিতরণ।		জুন ২০২৫
অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প	কৃষি	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পুষ্টি সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধি, আর্থ সামাজিক মান উন্নয়ন, বাড়ির আঙ্গিনার পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: কৃষক গ্রুপ গঠন, পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাগানের যন্ত্রপাতি বিতরণ	উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন	জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণ প্রকল্প	প্রাথমিক শিক্ষা	৪৮৯৬৬জন শিশুদের আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষে বর্ণ, বানী, ছবি, খেলনা এবং উপকরণের মাধ্যমে সজ্জিতকরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান ২০১০০০০.০০
স্লিপের মাধ্যমে বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাথমিক শিক্ষা	স্লিপের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোট ছোট মেরামতসহ দৃষ্টিনন্দন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান ১২৬২০০০০.০০
সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত প্রকল্প (পিইডিপি – ৪)	প্রাথমিক শিক্ষা	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মেরামত এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। এছাড়া শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ আনন্দ মুখর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান ১৪৭৪০০০০.০০

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	প্রাথমিক শিক্ষা	আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	এলাকার শিক্ষিত বেকার মহিলাদের বিউটিফিকেশন ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২০২৩ ২৪,০০,০০০/-
কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অদিদপ্তর	কিশোর কিশোরীরা উক্ত ক্লাবের মাধ্যমে সংগীত, আবৃত্তি এবং বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, শিশুশ্রম ইত্যাদি বন্ধে সহযোগীতা করে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভা	২০২২-২০২৩ ৩০,০০,০০০/-
নারীর প্রশিক্ষণ আত্বকর্মসংস্থান	মহিলা বিষয়ক অদিদপ্তর	২০০জন নারী উদ্যোগী হতে চায় ।নারীরা প্রশিক্ষন নিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৫,০০,০০০/-
ভিজিডি চক্র	মহিলা বিষয়ক অফিস	অত্র উপজেলায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩০৮৭জন দুঃস্থ, হতদরিদ্র,স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরন করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক এনজিও কর্তৃক প্রশিক্ষন প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	মহিলা বিষয়ক অফিস	অত্র উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৭৬জন দুঃস্থ, অসহায় গর্ভবর্তী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে ৮০০/- (আটশত) টাকা রে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগী মহিলাদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক এনজিও কর্তৃক প্রশিক্ষন প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষন প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অফিস	অত্র উপজেলায় দুঃস্থ, হতদরিদ্র,স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৬-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে তিন মাস পর পর ফ্যাশন ডিজাইন ও বিউটিফিকেশন এই দুইটি ট্রেডে (২৫+২৫)করে মোট	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি ২০০০০০০.০০

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		৫০জন (পঞ্চাশ) জন প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষনার্থীদেরকে প্রতি মাসে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা করে তিন মাসে ১২০০০/- (বারো হাজার) টাকা ভাতা প্রদানসহ অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করা হয়।		
নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান	মহিলা বিষয়ক অফিস	সক্রিয় নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋন প্রদান	মহিলা বিষয়ক অফিস	প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মহিলাদেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋন প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজি প্রজেক্ট ফেইস-২ (এনএটিপি-২)	প্রাণিসম্পদ	উপজেলার ৭৮০ জন কৃষক, খামারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রাণির উৎপাদন বিকল্প আয় বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৩
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	উপজেলার ৬৩০ জন কৃষক, খামারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ সকল ধরনের সহায়তার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৩
ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।	প্রাণিসম্পদ	উপজেলার সকল ইউনিয়নে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনে ১১ টি সিজিএফ ও ২ টি বাক কিপারের মাধ্যমে খামারীদের উৎবুদ্ধ করা এবং সহযোগীতা করা। খামারীদের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ ও টিকা বিতরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৩
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	প্রাণিদের বিভিন রোগ যেমন- জলাতঙ্ক, তড়কা, যক্ষা এবং ব্রসলোসিস রোগের টিকা প্রদান এবং ঐ সকল রোগে কোন প্রাণি মারা গেলে তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৪
আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	ঈদুল আযাহা তথা কোরবানি উপলক্ষ্যে উপজেলার ৭৫ জন কৃষক, খামারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান সহ গরু	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		হৃষ্টপুষ্টকরণে এন্টিবায়োটিক/ষ্টেরয়েড ব্যবহার না করার জন্য বিভিন্ন সেমিনার এবং বিনামূল্যে কৃমিনাশক, ভিটামিন ও ঔষধ প্রদান।		
পি.পি.আর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	গবাদি পশুর পি.পি.আর ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে সকল ইউনিয়নে টিকা প্রদান করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৫
সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক ও জীবণ মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিকে গবাদি পশু বিতরণ, পশু খাদ্য ও গবাদি পশুর বাসস্থানের উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৪
মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	মহিষের জাত উন্নয়নে উপজেলার সকল ইউনিয়নে উন্নত জাতের মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষক/খামারীদের মাঝে নিশ্চিত করা এবং ভর্তুকি ম্যূল্যে ষাড় মহিষ প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২০২৩
প্রাণি পুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ	পশু খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাণি পুষ্টির উন্নয়নে কৃষক/খামারীদেরকে উন্নত জাতের ঘাস চাষে আগ্রহী করা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে ঘাস চাষ সম্পর্কে এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদনশীল ঘাস চাষের মাধ্যমে স্বল্প খরচে গবাদিপশু পালনে খামারীদের উৎবুদ্ধ করা। এছাড়াও ফডার সংরক্ষণ (সাইলেজ, হে.ইউ,এম,এস ইত্যাদি) বিষয়ে জ্ঞান প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩১ ডিসেম্বর/২০২৪
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর)	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৪৮২৬ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।	উপজেলার পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর ৩,০৪,১৩,২৯৭.৯৯ টাকা
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা/কাবিখা))	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১১,০৯০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর ১,৮৪,০৪,২২১.৬৪ টাকা ও

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
				৩৫০ মেঃটন চাল/গম
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১৬৩০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর ৫,২১,৯২,০০০.০০ টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় হেরি বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ।	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নে ৩২০০ মিটার রাস্তা এইচবিবি করণ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনসাধরণের চলাচলের সুযোগ ঘটেছে।	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর ১,৯১,৮৭,০০০.০০ টাকা
গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নে ১৯ টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনসাধরণের চলাচলের সুযোগ ঘটেছে।	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর ০৮ টি ব্রীজ/কালভার্ট
জিআর এবং ভিজিএফ কর্মসূচী	মানবিক সহায়তা কর্মসূচী	উপজেলার সকল ইউনিয়নে জিআর এবং ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ১০৬২৬৬ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর ১০৬২৬৬ টি পরিবার এবং ৫,২৫,০০০/- টাকা
পারিবারিক গাভী পালন	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের গাভী পালন বিষয়ে ০৩ (তিন) টি ব্যাচে ৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান ৯৬,০০০/- টাকা
গরু মোটাতাজাকরণ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের গরু মোটাতাজাকরন বিষয়ে ০২ (দুই) টি ব্যাচে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান ৬৪,০০০/- টাকা
মৎস্য চাষ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের মৎস্য চাষ বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) টি ব্যাচে ১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান ১,৬০,০০০/- টাকা
পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ে ০৪ (চার) টি ব্যাচে ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান ১,২৮,,০০০/- টাকা
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজি প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	মৎস	উপজেলার স্থানীয় মৎস চাষী, মৎসজীবী, মৎস ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয় বর্ধক	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুন/২৩ (৫,২০,০০০)

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।		
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের স্বল্প সুদে ২ বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে ঋণ প্রদান।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
সদাবিক প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন	দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহজ শর্তে ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
আবর্তক প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন	কৃষদের সাবলম্বী কর্মসূচী এর মাধ্যমে মৌসুম ভিত্তিক কৃষদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
পল্লী প্রগতি প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন	দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহজ শর্তে ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
অপ্রধান শস্য প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন	দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহজ শর্তে ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান। আদা, হলুদ চাষে ৪% সুদে ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়, এছাড়াও বিনা মূল্যে দরিদ্র কৃষকদেও মাঝে সার বীজ আদা হলুদ পেয়াজ রসুন ও মরিচের চারা বিতরন করা হয়।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন	গ্রামের ক্ষদ্র ও মাঝারি শিল্পো উদ্যোক্তা উন্নয়নে ২ বছর মেয়াদী সহজ শর্তে ৪% সুদে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ	ফুলবাড়ীয়া এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	অভীষ্ট উপকারভোগী - গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, ৫ বছরের নিচের শিশু, অভিভাবক, কিশোরী, স্থানীয় জনগন ফলাফল - গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, ৫ বছরের নিচের শিশু, অভিভাবক, কিশোরী, স্থানীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি । - ইউনিয়ন ওয়াশ কমিটি কার্যকর। - গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, ৫ বছরের নিচের শিশু,	৬ টি ইউনিয়ন (ফুলবাড়ীয়া সদর, কুশমাইল, বাকতা, কালাদহ, নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া) ও ১ টি পৌরসভা	অর্থবছর অক্টোবর ২০২২ থেকে সেপ্টম্বর ২০২৩ বাজেট ২২,১৭৩,১০০.০০ টাকা

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		অভিভাবক, কিশোরী, স্থানীয় জনগন সুস্থ্য জীবন যাপন করবে। - এলাকার জনগন কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করবে। - শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার করবে। - প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার বৃদ্ধি পাবে।		
টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন	ফুলবাড়ীয়া এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	অভীষ্ট উপকারভোগী - হত-দরিদ্র, পিতা, মাতা, শিশু, অভিভাবক, স্থানীয় জনগন উলাফল - হত-দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসবে। - হত-দরিদ্র পরিবারের শিশুরা তাদের অধিকার উপভোগ করবে। - দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখবে। - কৃষকরা বীজ, গবাদী পশু ও অন্যান্য কৃষি উপকরন পাবে। - কৃষকরা স্বল্প সুদে অর্থের সংস্থান করবে। - এলাকার জনগন পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করবে ও জিংক ধান চাষ করবে।	৬ টি ইউনিয়ন (ফুলবাড়ীয়া সদর, কুশমাইল, বাকতা, কালাদহ, নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া) ও ১ টি পৌরসভা	অর্থবছর অক্টোবর ২০২২ থেকে সেপ্টম্বর ২০২৩ বাজেট ১৯,১২৫,৪২৫.০০ টাকা
স্পন্সরশীপ, শিশু অধিকার, সুরক্ষা ও জনসম্পকৃতকরন	ফুলবাড়ীয়া এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	অভীষ্ট উপকারভোগী - পিতা, মাতা, শিশু, অভিভাবক, স্থানীয় জনগন ফলাফল - পিতা মাতা, অভিভাবক ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি । - জনগন শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে আগ্রহী। - জনগন শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সাড়া দেয় ও প্রতিবেদন করে।	৬ টি ইউনিয়ন (ফুলবাড়ীয়া সদর, কুশমাইল, বাকতা, কালাদহ, নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া) ও ১ টি পৌরসভা	অর্থবছর অক্টোবর ২০২২ থেকে সেপ্টম্বর ২০২৩ বাজেট ১৮,২০১,৪৭৫.০০ টাকা

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		- শিশু নিরাপত্তা কমিটির কার্যকর। - গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে (৫৮) শিশু কল্যান নিশ্চিত হওয়া। - স্পন্সরশীপ এর কাজ পরিচালনা করা। - শিশু ও যুবো ফোরামের মাধ্যমে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়া।		
শিশু অধিকার ও সুরক্ষা	এনসিওর প্রোটেকশান এন্ড জাস্টিস থ্রু ইন্টিগ্রেটেড এপ্রোচ (ইপজিয়া) ওয়ার্ল্ড কনর্সান বাংলাদেশ।	অভীষ্ট উপকারভোগী - পিতা, মাতা, শিশু, অভিভাবক, স্থানীয় জনগন ফলাফল - পিতা মাতা, অভিভাবক ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি । - জনগন শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে আগ্রহী। - জনগন শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সাড়া দেয় ও প্রতিবেদন করে। - শিশু নিরাপত্তা কমিটির কার্যকর।	২ টি ইউনিয়ন (কুশমাইল ইউনিয়ন ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন)	অর্থবছর জানুয়ারী ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ বাজেট ৫০০০০০০ টাকা
টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন	এনসিওর প্রোটেকশান এন্ড জাস্টিস থ্রু ইন্টিগ্রেটেড এপ্রোচ (ইপজিয়া) ওয়ার্ল্ড কনর্সান বাংলাদেশ।	অভীষ্ট উপকারভোগী - পিতা, মাতা, শিশু, অভিভাবক, স্থানীয় জনগন ফলাফল - দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। - সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখবে। - কৃষকরা বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরন পাবে। - কৃষকরা স্বল্প সুদে অর্থের সংস্থান করবে।	২ টি ইউনিয়ন (কুশমাইল ইউনিয়ন ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন)	অর্থবছর জানুয়ারী ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ বাজেট ৫০০০০০ টাকা
স্থায়িত্বশীল জনপ্রতিষ্ঠানের গঠণ ও উন্নয়ন	"সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প" (সিপিআরপি, সিসিডিবি	**অভীষ্ট উপকারভোগী :** নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জনগন দ্বারা পরিচালিত মহিলা সমবায় সমিতি লি: এর সকল পরিবার, স্থানীয় জনগন। **ফলাফল :**	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (১লা জুলাই ২০০৭ থেকে বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর ইউনিয়নে, ২০১৮	মেয়াদ : ১লা জুলাই, ২০২১ হতে ৩০শে জুন, ২০২৪

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		১.নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মহিলা স:স:লি: পরিচালনা করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি হচ্ছে। ২. দলীয় ভাবে উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহনে পদক্ষেপ নেওয়া ৩. বিকল্প নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ৪. ইউনিয়ন ও উপজেলা নেটওর্য়াকের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখছে।	সালে কালাদহ ইউনিয়ন এবং ১লা জুলাই ২০২১ সাল থেকে কুশমাইল ও বালিয়ানা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ইং বাজেট ২০২১-২০২২ : ৯,৬৩,৭৭০/-
নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও ন্যায্যতা	"সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প" (সিপিআরপি, সিসিডিবি	**অভীষ্ট উপকারভোগী :** -মাতা, পিতা, যুবক-যুবতী, স্থানীয় জনগন। **ফলাফল :** ১.বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ২. অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা। ৩. জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ইফটিজিং প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া।	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (১লা জুলাই ২০০৭ থেকে বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর ইউনিয়নে, ২০১৮ সালে কালাদহ ইউনিয়ন এবং ১লা জুলাই ২০২১ সাল থেকে কুশমাইল ও বালিয়ানা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ : বাজেট ১,৮০,৫০০/-
সামাজিক শান্তি এবং ন্যায্যতার বিকাশ	"সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প" (সিপিআরপি, সিসিডিবি	**অভীষ্ট উপকারভোগী :** -স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ফোরামের নেতা-নেত্রী । ফলাফল : ১.মতবিনিময় সভা, দিবস পালন এবং প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি।	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (১লা জুলাই ২০০৭ থেকে বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর ইউনিয়নে, ২০১৮ সালে কালাদহ ইউনিয়ন এবং ১লা জুলাই ২০২১ সাল থেকে কুশমাইল ও বালিয়ানা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ : বাজেট ১,৩০,৩০০/-
জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা ও বাজার	"সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প"	**অভীষ্ট উপকারভোগী :** -সমিতির সদস্য, যুবক-যুবতী, উৎপাদনকারী, ভোক্তা,	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (১লা জুলাই ২০০৭	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ :

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
	(সিপিআরপি, সিসিডিবি	স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ) **ফলাফল :** ১.হাতে কলমে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ২.আয়বৃদ্ধি মূলক কাজ করে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হওয়া ৩.ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী করা ৪.বসতবাড়িতে আঙ্গিনায় ফলের বাগান তৈরী করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পুরন ও বাজারজাত করা ৫.মার্কেট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন	থেকে বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর ইউনিয়নে, ২০১৮ সালে কালাদহ ইউনিয়ন এবং ১লা জুলাই ২০২১ সাল থেকে কুশমাইল ও বালিয়ানা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)	বাজেট ৩৫,২১,৫৯০/-
অভিযোজন এবং প্রশমন পদক্ষেপ	“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি	**অভীষ্ট উপকারভোগী :** -সমিতির সদস্য, যুবক-যুবতী, স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ **ফলাফল :** ১.জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, বিপদাপন্নতা নিরূপণ,কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ২.ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার হাতে-কলমে তৈরি, প্রদর্শনী এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে নারীদের আয়ের পথ সৃষ্টি ৩.জৈব চাষ/শুকনো বীজতলা/জীবাণু সার/শস্য বিন্যাস/খরা সহিষ্ণু জাতের প্রদর্শনীর মাধ্যেমে জনগনকে আগ্রহী করা ৪.উন্নত চুলা প্রদর্শনী ও ব্যবহার বৃদ্ধি ৫.পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ রোপন	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (১লা জুলাই ২০০৭ থেকে বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর ইউনিয়নে, ২০১৮ সালে কালাদহ ইউনিয়ন এবং ১লা জুলাই ২০২১ সাল থেকে কুশমাইল ও বালিয়ানা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ : বাজেট ১,২২,৬৫০/-
স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা	“সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প“ (সিপিআরপি, সিসিডিবি	**অভীষ্ট উপকারভোগী :** -সমিতির সদস্য, স্কুলগামী মেয়ে, গর্ভবতী মা,শিশু ও স্থানীয় জনগন। **ফলাফল :** ১.সমিতির সদস্য, স্কুলগামী মেয়েদের স্যানিটারি	ফুলবাড়ীয় উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (১লা জুলাই ২০০৭ থেকে বাকতা, রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর ইউনিয়নে, ২০১৮ সালে কালাদহ ইউনিয়ন এবং	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ : বাজেট ৬৮,৭৫০/-

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		ন্যাপকিন ব্যবহারে, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/সংক্রামক রোগ সচেতনতা বৃদ্ধি ২.স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ৩. হাতে কলমে প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিশু ও মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবার তৈরির কৌশল শিখবে	১লা জুলাই ২০২১ সাল থেকে কুশমাইল ও বালিয়ানা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)	
শিশু অধিকার ও সুরক্ষা	আশা	পিতা মাতা, অভিভাবক ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি ।	কুশমাইল ইউনিয়ন	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ : বাজেট ১০০০০০/-
টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন	আশা	কৃষকরা স্বল্প সুদে অর্থের সংস্থান করবে।	কুশমাইল ইউনিয়ন	অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ : বাজেট ১০০০০০/-
খাদ্য নিরাপত্তা ও তথ্য প্রযুক্তি	Improved Food Security through Improved Access to Information for Rural Vulnerable Households(IFS-ICT) Project.	অভীষ্টউপকারভোগী - হতদরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ফলাফল - খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়েজনগনেরসচেতনতাবৃদ্ধি । - খাদ্য সংকটকমিয়েআনা। - অনাবাদীজায়গাচাষেরআওতায়আনা। - জৈব সার ও জৈব বিষব্যবহারকরেসবজীচাষ। -জনগনসম্পদের সুষ্ঠ ও যথাযথ ব্যবহারকরে। -জনগনেরসঞ্চয়বৃদ্ধি পাচ্ছে।	৩টিইউনিয়ন (রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন,নাওগাওইউনিয়ন ও এনায়েতপুরইউনিয়ন)	অর্থবছর জানুয়ারী ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ বাজেট ১৪২৯০০০টাকা
আদিবাসীদের বন্ধকীভূমিউদ্ধার	ভূমিসংরক্ষন ও উন্নয়নপ্রকল্প(এলআরডি)	অভীষ্টউপকারভোগী - হতদরিদ্র আদিবাসী কৃষক ফলাফল - আদিবাসীদের বেহাতহওয়াভূমিউদ্ধার। - আদিবাসীদেরভূমিঅধিকারপ্রতিষ্ঠাহবে।	১ টিইউনিয়ন (রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন)	অর্থবছর জানুয়ারী ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ বাজেট নিজস্ব অর্থায়ন ঋনের আউট

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		- জৈব পদ্ধতিতেসবজীচাষ।		স্টেনডিং ১৭৩৬১২৯ টাকা
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ADP/উন্নয়ন তহবিল	- বিভিন্ন গ্রামীন রাস্তা সংস্কার। - গ্রামীন নেটওয়ার্ক তৈরি।	সমস্ত উপজেলা	২০২২-২০২৩ ADP- ১,১০,০০,০০০/= উন্নয়ন-১,০০,০০,০০০/=
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	LGED	- পাকা রাস্তা সংস্কার। - কাচা রাস্তা পাকাকরণ। - উপজেলা সম্প্রসারিত ভবন নির্মান।	সমস্ত উপজেলা	২০২২-২০২৩ প্রায় ২০ কোটি টাকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (অর্থবছর ২০২২-২৩)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	১,১০,০০,০০০/=
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি (ইউজিডিপি)	৬০০০০০০/=
৩	স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১,০০,০০,০০০/=
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	৮৫,৫০,৩০,০০০/=
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	২৫,৭৫,৫০,০০০/=
৬	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১,৫০,০০,০০০/=
৭	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এলজিএসপি ৩)	১,৩০,০০,০০০/=
৮	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৫,০০,০০,০০০/=
৯	এনজিও	৩,৫০,২৫,০০০/=

সপ্তম অধ্যায়

২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের বাজেট

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০২০-২০২১ অর্থ-বছর)	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২ অর্থ-বছর)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর)
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব**			
	রাজস্ব	৩,৪৯,০০,৩৭৭/-	**৩,১৭,৬১,১২৮/-**	**৩,৯৪,৩৪,৩৭৭/-**
	অনুদান	-	-	-
	মোট প্রাপ্তি	৩,৪৯,০০,৩৭৭/-	**৩,১৭,৬১,১২৮/-**	**৩,৯৪,৩৪,৩৭৭/-**
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৯৭,৬১,৩৭৭/-	**১,২৩,৭৭,৫২৫/-**	১,৬৯,৪১,৪৭৮/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)	২,৫১,৩৯,০০০/-	**১,৯৩,৮৩,৬০৩/-**	২,২৪,৯২,৮৯৯/-
অংশ-২	**উন্নয়ন হিসাব**			
	উন্নয়ন অনুদান	২,২১,৭৭,৯১৮/-	১,১৯,০৯,৯৯৮/-	২,১০,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	৫০,০০,০০০/-	৫০,০০,০০০/-	৬০,০০,০০০/-
	মোট- (খ)	**২,৭১,৭৭,৯১৮/-**	**১,৬৯,০৯,৯৯৮/-**	**১,৮৮,৪১,০০০/-**
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	**৫,২৩,১৬,৯১৮/-**	৩,৬২,৯৩,৬০১/-	**৩,৯৬,৪৪,০০০/-**
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৪,৯৬,১৬,৯১৮/-	৩,৪৬,৪২,৫০০/-	৩,৭৩,৫৯,০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২৭,০০,০০০/-	১৬,৫১,১০১/-	২২,৮৫,০০০/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	-	-	
	সমাপ্তি জের	২৭,০০,০০০/-	১৬,৫১,১০১/-	২২,৮৫,০০০/-

অষ্টম অধ্যায়

রুপকল্প ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট

৬.১ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে ফুলবাড়ীয়া উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৬.২ পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট

ক্র.নং	লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য/ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক/অভিষ্ট
১	যোগাযোগের ক্ষেত্রে জনগণের দুর্ভোগ কমানো এবং আবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কার করার মাধ্যমে নিরাপত্তা বৃদ্বি করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ ১টি প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্বা ভবন উন্নয়ন, ১টি কালভার্ট নির্মাণ ও ২৭টি রাস্তা পাকা/ এইচবিবি করণসহ মোট ২৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করবে। ফলে জনগণের দুর্ভোগ কমবে এবং হাট-বাজার, ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সরকারী সেবাদানকারী সংস্থায় যোগাযোগ সহজ হবে।	আনুমানিক ১০ কিমি রাস্তা নির্মাণ হবে। ফলে ৩০০০০ জনগণের দুর্ভোগ অনেকটাই লাঘব হবে।
২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজ করা এবং উপস্থিতি বাড়ানো	শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়ন হবে এবং স্কুলে উপস্থিতির হার বাড়বে।	প্রায় ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবে এবং স্কুলে উপস্থিতির হার ৭৫% থেকে ৮৫% এ উন্নিত হবে।
৩	সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সেবা সুনির্দিষ্টকরণ এবং ডাটাবেইজ নির্মান	আর্থ-সামাজিক	উপজেলার আওতায় সকল পরিবারের পেশা, সদস্য সংখ্যা, অর্থনৈতিক অবস্থাসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে ডাটাবেইস নির্মাণ করা হলে একই ব্যক্তি/পরিবার সরকার কর্তৃক প্রসত্ত একাধিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। এতে সুযোগ ও বিকাশের সমতা নিশ্চিত করা যাবে।	আনুমানিক ১.০০ লক্ষ পরিবারের ডাটাবেইস তৈরি করা গেলে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
৪	কৃষি ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা	কৃষি	উপজেলার আওতায় সকল কৃষি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ এবং ডাটাবেইস তৈরী হলে সরকারী সেবা সমুহ প্রদান সহজ হবে এবং সচ্ছতা নিশ্চিত হবে।	আনুমানিক ৫০০০০ কৃষি পরিবারের সরকারী সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

নবম অধ্যায়

প্রকল্পের তালিকা এবং প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত বাজেট	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪
১	আন্ধারিয়াপাড়া গোরস্থাননের সামনে হইতে জামাল মাস্টারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা পাকা করণ ।	২০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড
২	বৈরাগীর বাজার পাকার মোড় হইতে সোবহান মন্ডলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	৫,০০,০০০/=	
৩	রাধাকানাই , বাগানের মোড় হইতে কাদু মন্ডলের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	১,০০,০০০/=	
৪	আন্ধারিয়াপাড়া মোঃ মফিজুর রহমান বাচ্চুর দোকানের সামনে হইতে নৌলাকান্দা মোড় পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	১০,০০,০০০/=	
৫	উত্তর আন্ধারিয়াপাড়া মাহানী ব্যাপারীর পুল হতে গনকের ঘাট পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	৫,০০,০০০/=	
৬	দেওখোলা বাজার হতে মাঝিবাড়ি রাস্তা জয়নাল আবেদীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	১০,০০,০০০/=	
৭	আন্ধারিয়াপাড়া মন্ডলবাড়ী হতে কেরাণী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	৫,০০,০০০/=	
৮	ছনকান্দা হাই স্কুলের বাউন্ডারী নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
৯	আন্ধারিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।		
১০	আন্ধারিয়াপাড়া রি ডি এস দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ।	৫,০০,০০০/=	
১১	ফুলবাড়ীয়া ইচাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী নির্মাণ।	৫,০০,০০০/=	
১২	বালিয়ান বাসনা ঈদগাহ মাঠ হতে আনোয়ার মেম্বারের বাড়ী হয়ে মামুন মিয়া গভীর নলকূপ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	৫,০০,০০০/=	
১৩	পুটিজানা দাওসা দরগাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা হতে সোবাহান চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	১০,০০,০০০/=	
১৪	ফুলবাড়ীয়া টু শিবগঞ্জ হতে লক্ষীপুর বাজার হয়ে কাকুয়ান পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ	৫,০০,০০০/=	
১৫	বালিয়ান সারুটিয়া দাখিল মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
১৬	দরগাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ।	৫,০০,০০০/=	
১৭	জয়বাংলা বাজার হতে আলাল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	১০,০০,০০০/=	
১৮	বাবুর আলী মেম্বারের বাড়ীর পাকা রাস্তা নিকট হতে আশেক আলীর ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	১০,০০,০০০/=	
১৯	হুরবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
২০	হাজীর চালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে পলাশতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	১০,০০,০০০/=	
২১	হাজীর চালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে কুলুর চালা সংযোগ রাস্তা এইচ বি করণ ।	৫,০০,০০০/=	
২২	কালজানী দাখিল মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
২৩	বিদ্যানন্দ পুলের বাজার হতে কালাদহ বাজার পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	৫,০০,০০০/=	
২৪	বাবুগঞ্জ বাজারের পাকা রাস্তার মাথা আঃ মতিন মির্জার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	১০,০০,০০০/=	
২৫	হরিপুর দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
২৬	রঘুনাথপুর বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
২৭	আছিম বাজার মুক্তিযোদ্ধার কমপ্লেক্স ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
২৮	ভবানীপুর , কান্দানিয়া বাজার মালেকের রাইছ মিল হতে জুলহাস উদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা এইচ বি করণ।	৫,০০,০০০/=	

২৯	দেওখোলা মন্ডল বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	৫,০০,০০০/=	
৩০	রাধাকানাই ধুরধুরিয়ার মোড় হতে আজাহারের ঘাট পার্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	১০,০০,০০০/=	
৩১	এনায়েতপুর, মইশের চালার পাকা রাস্তা হতে কৃষ্টপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তায় কাররাজান বিলের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৫,০০,০০০/=	
৩২	বাকতা, পাচকাহানীয়া গভীর নলকূপ হইতে সরকার বাড়ী জামে মসজিদ হয়ে বাকতা কেশেরগঞ্জ রাস্তায় এইচ.বি করণ	৫,০০,০০০/=	
৩৩	ফুলবাড়ীয়া, রাজুর দোকান হতে মালেক মন্ডলের বাড়ী সামনে দিয়ে কছিমদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি করণ	১০,০০,০০০/=	
৩৪	কুশমাইল, ধামর খা বাড়ীর কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বাকের বাজার পর্যন্ত রাস্তায় এইচ.বি করণ	৫,০০,০০০/=	
৩৫	কুশমাইল, কড়ইতলা আব্বাস মুন্সীর বাড়ী হতে কিতাব আলীর বাড়ী হইয়া উত্তরের পাকা রাস্তা পর্যন্ত এইচ.বি করণ	১০,০০,০০০/=	
৩৬	শিবগঞ্জ পাকা রাস্তা হতে গফুইদা বিলপাড়েরর রাস্তা এইচবিবি করণ	৫,০০,০০০/=	
৩৭	শিবগঞ্জ টু বালুঘাট রাস্তায় পাটুলী ক্লাব ঘড় হতে মকবুল মেম্বারের বাড়ী হয়ে চন্দনী আটা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	৫,০০,০০০/=	
৩৮	কেশরগঞ্জ, রাধাকানাই, কান্দানিয়া বাজারে ড্রেইন ও শৌচাগার নির্মান।	১২,০০,০০০/=	
৩৯	আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ আয়োজন ও সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান	১,৫০,০০০/=	
৪০	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান এবং পাঠাগার সমৃদ্ধকরণ	৪,৫০,০০০/=	
৪১	পর্যটন শিল্পের বিকাশে বড়বিলা ও সন্তোষপুর রাবার বাগানে অবকাঠামো নির্মাণ	৫,০০,০০০/=	
৪২	উপজেলাধীন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের সংস্কার	৩,০০,০০০/=	
৪৩	উপজেলাধীন বিভিন্ন দপ্তরের আওতায় উপকারভোগীগণের ডাটাবেইস নির্মাণ	১,২০,০০০/=	
৪৪	টেকসই সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে উপজেলার বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য উত্তরণ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ	২৫,০০০/=	

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪)

প্রকল্পের বিবরণ							বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট/পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/ পুরুষ/শিশু/ প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা
১	আন্ধারিয়াপাড়া গোরস্থাননের সামনে হইতে জামাল মাস্টারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা পাকা করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	২০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২	বৈরাগীর বাজার পাকার মোড় হইতে সোবহান মন্ডলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৩০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩	রাধাকানাই , বাগানের মোড় হইতে কাদু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৬০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	রাধাকানাই	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪	আন্ধারিয়াপাড়া মোঃ মফিজুর রহমান বাচ্চুর দোকানের সামনে হইতে নৌলাকান্দা মোড় পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৬০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৫	উত্তর আন্ধারিয়াপাড়া মাহানী ব্যাপারীর পুল হতে গনকের ঘাট পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৩০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬	দেওখোলা বাজার হতে মাঝিবাড়ি রাস্তা জয়নাল আবেদীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	দেওখোলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭	আন্ধারিয়াপাড়া মন্ডলবাড়ী হতে কেরাণী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৩০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৮	ছনকান্দা হাই স্কুলের বাউন্ডারী নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে স্কুলটির নিরাপত্তা বাড়বে ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে।	২৫০ মিটার	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৯	আন্ধারিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে স্কুলটির নিরাপত্তা বাড়বে ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে।	১ টি ঘর	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	?	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি		এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১০	আন্ধারিয়াপাড়া রি ডি এস দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা উপকৃত হবে।	১ টি ঘর	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

১১	ফুলবাড়ীয়া ইচাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী নির্মাণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	ফুলবাড়ীয়া সদর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১২	বালিয়ান বাসনা ঈদগাহ মাঠ হতে আনোয়ার মেম্বারের বাড়ী হয়ে মামুন মিয়া গভীর নলকূপ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বালিয়ান	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৩	পুটিজানা দাওসা দরগাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা হতে সোবাহান চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	পুঁটিজানা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৪	ফুলবাড়ীয়া টু শিবগঞ্জ হতে লক্ষীপুর বাজার হয়ে কাকুয়ান পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	পুঁটিজানা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৫	বালিয়ান সারুটিয়া দাখিল মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা উপকৃত হবে।	৩৫০	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	বালিয়ান	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

১৬	দরগাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা উপকৃত হবে।	৪০০	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	পুঁটিজানা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৭	জয়বাংলা বাজার হতে আলাল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	নাঁওগাও	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৮	বাবুর আলী মেম্বারের বাড়ীর পাকা রাস্তা নিকট হতে আশেক আলীর ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কালাদহ	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৯	হুরবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে।	৪০০	জনগন	শিক্ষা	কালাদহ	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২০	হাজীর চালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে পলাশতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বাক্তা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

২১	হাজীর চালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে কুলুর চালা সংযোগ রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বাক্তা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২২	কালজানী দাখিল মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা উপকৃত হবে।	১ টি ঘর	ছাত্র	শিক্ষা	বাক্তা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০ /=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৩	বিদ্যানন্দ পুলের বাজার হতে কালাদহ বাজার পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কালাদহ	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৪	বাবুগঞ্জ বাজারের পাকা রাস্তার মাথা আঃ মতিন মির্জার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটিয়া	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/ =	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৫	হরিপুর দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা উপকৃত হবে।	১ টি ঘর	ছাত্র	শিক্ষা	রাঙ্গামাটিয়া	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

২৬	রঘুনাথপুর বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে।	১ টি ঘর	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	রাধাকানাই	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৭	আছিম বাজার মুক্তিযোদ্ধার কমপ্লেক্র ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৩০০০	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	আছিম	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৮	ভবানীপুর , কান্দানিয়া বাজার মালেকের রাইছ মিল হতে জুলহাস উদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা এইচ বি করণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভবানীপুর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৯	দেওখোলা মন্ডল বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে।	১ টি ঘর	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	দেওখোলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩০	রাধাকানাই ধুরধুরিয়ার মোড় হতে আজাহারের ঘাট পার্যন্ত রাস্তা এইচ বি করণ।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	রাধাকানাই	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩১	এনায়েতপুর, মইশের চালার পাকা রাস্তা হতে কৃষ্টপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তায় কাররাজান বিলের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৩০০০	জনগন	ভৌত অবকাঠামো	এনায়েতপুর	৮ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩২	বাকতা, পাচকাহানীয়া গভীর নলকূপ হইতে সরকার বাড়ী জামে মসজিদ হয়ে বাকতা কেশেরগঞ্জ রাস্তায় এইচ.বি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বাক্তা	৮ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৩	ফুলবাড়ীয়া, রাজুর দোকান হতে মালেক মন্ডলের বাড়ী সামনে দিয়ে কছিমদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ীয়া সদর	৮ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/ =	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৪	কুশমাইল, ধামর খা বাড়ীর কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বাকের বাজার পর্যন্ত রাস্তায় এইচ.বি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কুশমাইল	৮ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৫	কুশমাইল, কড়ইতলা আক্কাস মুন্সীর বাড়ী হতে কিতাব আলীর বাড়ী হইয়া উত্তরের পাকা রাস্তা পর্যন্ত এইচ.বি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কুশমাইল	৮ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১০,০০,০০০/ =	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩৬	শিবগঞ্জ পাকা রাস্তা হতে গফুইদা বিলপাড়েরর রাস্তা এইচবিবি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	পুঁটিজানা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৭	শিবগঞ্জ টু বালুঘাট রাস্তায় পাটুলী ক্লাব ঘড় হতে মকবুল মেম্বারের বাড়ী হয়ে চন্দনী আটা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	২৫০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	পুঁটিজানা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৮	কেশরগঞ্জ, রাধাকানাই, কান্দানিয়া বাজারে ড্রেইন ও শৌচাগার নির্মান।	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার জনগন উপকৃত হবে।	৫০০ মিটার	জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	নাঁওগাও, রাধাকানাই ও ভবানীপুর	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	এলজিইডি	১২,০০,০০০	উপজেলা রাজস্ব ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৯	আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ আয়োজন ও সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান	বেকার তরুণ-তরুণী ও উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হবেন।	৩০০ জন	জনগণ	আর্থ-সামাজিক	সমগ্র উপজেলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যুব উন্নয়ন অফিস ও অন্যান্য	১,৫০,০০০	উপজেলা উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪০	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান এবং পাঠাগার সমৃদ্ধকরণ	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ	১০টি স্কুল ও ৫টি লাইব্রেরি	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ	শিক্ষা	সমগ্র উপজেলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	৪,৫০,০০০	উপজেলা উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৪১	পর্যটন শিল্পের বিকাশে বড়বিলা ও সন্তোষপুর রাবার বাগানে অবকাঠামো নির্মাণ	দর্শনার্থী ও স্থানীয় জনগণ উপকৃত হবেন।	২ টি অবকাঠামো	দর্শনার্থী ও স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	সমগ্র উপজেলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ইউপি	৫,০০,০০০	উপজেলা উন্নয়ন ফান্ড/ এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪২	উপজেলাধীন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের সংস্কার	উপজেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সংস্কারের মাধ্যমে ইতিহাস সংরক্ষণ	৩ টি অবকাঠামো	জনগণ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	সমগ্র উপজেলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ইউপি	৩,০০,০০০	উপজেলা উন্নয়ন ফান্ড/ এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪৩	উপজেলাধীন বিভিন্ন দপ্তরের আওতায় উপকারভোগীগণের ডাটাবেইস নির্মাণ	ভিজিএফ, ভিজিডিসহ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত লোকগণ ও দৈত্বতা পরিহার	১২০০০	জনগণ	আর্থ-সামাজিক	সমগ্র উপজেলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	উপজেলা সমাজসেবা অফিস ও পরিসংখ্যান অফিস	১,২০,০০০	উপজেলা উন্নয়ন ফান্ড/ এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪৪	টেকসই সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে উপজেলার বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য উত্তরণ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ	টেকসই কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ	তথ্য সংগ্রহ ও অবগতকরণ	জনগণ	কৃষি	সমগ্র উপজেলা	১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	উপজেলা সমাজসেবা অফিস ও পরিসংখ্যান অফিস	২৫,০০০	উপজেলা উন্নয়ন ফান্ড/ এডিপি	উপজেলা পরিষদ

দশম অধ্যায়

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করেঃ

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

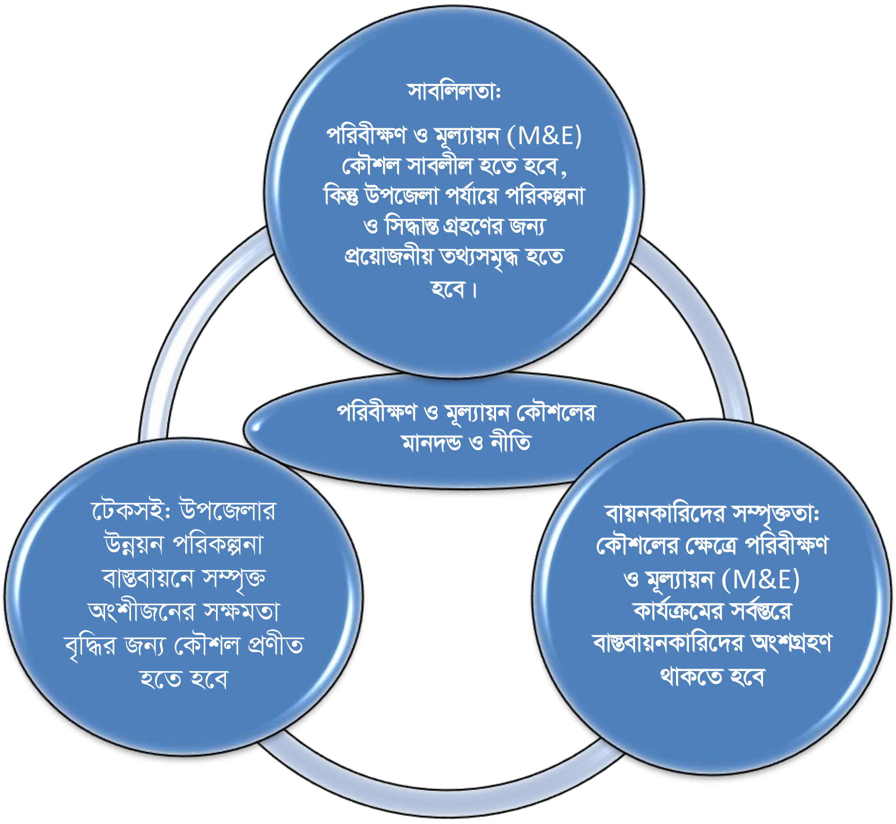

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplish ment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশলঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।